সা ত দি ন

২৫ ফেব্রুয়ারি : বিটিআরসি ডিজিটাল টেলিফোনে লোকাল কলের জন্য নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক মালটিমিটারিং পদ্ধতি স্থগিত ঘোষণা করেছে।

সন্দেহজনক গতিবিধির কারণে পুলিশ ধানমন্ডি এলাকা থেকে ছাত্রলীগের দশ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে।

২৬ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আসন্ন গ্রীষ্ম মৌসুমে সর্বোচ্চ পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

চকবাজার ডিজিটাল এক্সচেঞ্জে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ফলে পুরনো ঢাকার ১১ হাজার গ্রাহকের টেলিযোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

২৭ ফেব্রুয়ারি : খুলনার রূপসা উপজেলায় পুলিশ-চরমপন্থি বন্দুকযুদ্ধ এবং ব্যাপক সংঘর্ষে প্রায় ১২ জন গুরুতর আহত। ছাত্রলীগের সঙ্গে চবি কর্তৃপক্ষের ৭ দফা সমঝোতা স্বাক্ষরিত।

২৮ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচন কমিশনের এক বৈঠকে আগামী এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে সম্ভাবনা প্রকাশ করা হয়েছে।

খুলনায় দু'দল চরমপন্থির সংঘর্ষ ঠেকাতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বৃহত্তর আন্দোলনের আহ্বান জানান।

১ মার্চ: ভারতে হিন্দু উগ্রবাদীদের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে যেকোনো সাম্প্রদায়িক উসকানির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্য পুলিশ বাহিনীকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২ মার্চ : কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সন্ত্রাস মোকাবেলায় বহুমুখী কৌশল প্রণয়নসহ তিন দফা কর্মসূচির প্রস্তাব দিয়েছেন।

দীর্ঘ ৮ মাস বন্ধ থাকার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত। খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে দৈনিক পূর্বাঞ্চল পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার হারুন-অর-রশিদ নিহত।

৩ মার্চ : কুলামে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। দেশব্যাপী সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের ধর্মঘট কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন

সন্ত্রাস নির্মূলে খালেদা জিয়ার তিন দফা

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের কুলামে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথের শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস নির্মূলে তিন দফা প্রস্তাব পেশ করেছেন। তিনি স্বাগত ভাষণে বলেন, আজ বিশ্বে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই অধিকতর কার্যকর হবে। তিনি কোনো দেশ ও জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ঢালাওভাবে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান না চালানোর আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ভাষণ কমনওলেথ শীর্ষ সম্মেলনে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু এ ভাষণ তুষ্ঠ করতে পারেনি দেশের জনগণকে। কারণ তার শাসিত দেশে আজ সন্ত্রাস অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে চলছে। খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এ কারণে বিরোধী নেত্রী কমনওয়েলথে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ভাষণের সমালোচনা করেছেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যেকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, আগে নিজের দেশে সন্ত্রাস বন্ধ করুন। বন্ধ করুন জনগণের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন, মানবতাবিরোধী কাজ। পরে বিশ্ব সন্ত্রাস দমনের প্রস্তাব দিন।

১ অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দেশে সন্ত্রাস রাজনীতির অন্যতম ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকার টুইন টাওয়ারের ১১ সেপ্টেম্বর হামলার পর সন্ত্রাসবাদ নিয়ে সারা বিশ্ব আলোড়িত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণ করে। প্রসঙ্গত অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদই আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে।

কমনওয়েলথ প্রধান ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ২ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। যেসব সদস্য দেশ সন্ত্রাস লালন করবে অথবা অর্থ যোগান দেবে তাদেরকে জোট থেকে বহিষ্কার করার বিষয়ে উদ্বোধনের প্রথম দিনেই নেতারা একমত হন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কমনওয়েলথ প্রধান বলেন, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা আমাদেরকে একথাই মনে করিয়ে দেয় যে, বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে আমাদের সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে হবে। কমনওয়েলথের মহাসচিব ডন ম্যাককিনন বলেন, পৃথিবীর সব এলাকার শিশুদের মুখে কতটুকু হাসি ফোটাতে পেরেছি সেটাই আমাদের সাফল্যের মাপকাঠি। কমনওয়েলথের বিদায়ী চেয়ারম্যান দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট থাবো এমবেকি বর্ণবৈষম্য ও দারিদ্র্যের রিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিশ্ব

নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

শীর্ষ সম্মেলনে অন্যান্য রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মত বিনিময় করেছেন। সম্মেলনে সরকার প্রধানদের প্রথম নির্বাহী অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিনটি মৌলিক ইস্যুর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে ৩ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তবগুলো হলো—

সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে কমনওয়েলথের প্রচেষ্টা একটি সুস্পষ্ট কৌশলভিত্তিক হওয়া উচিত। এ কৌশল শুধু সামরিক না হয়ে বহুমুখী কার্যক্রমের ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন।

কোন দেশ বা জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলনের বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তাদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালানো যাবে না।

সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে মতৈক্যে পৌঁছে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নির্বাহী অধিবেশনে অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী গরিব দেশগুলোর বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) জন্য বিদেশী উন্নয়ন সাহায্য, প্রচুর পরিমাণে ঋণ মওকুফ এবং ব্যাপক বাজার সুবিধা প্রদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার জন্য উন্নত রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে জিম্বাবুয়ে এবং সেদেশের প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবের মানবাধিকার প্রশ্নে আলোচনাকালে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গতে বিভক্ত হয়ে পড়েন, এদিন জিম্বাবুয়ের সদস্যপদ স্থগিত করার পশ্চিমা দেশগুলোর উদ্যোগের বিরোধিতা করেছে আফ্রিকার নেতারা। বিরোধিতার নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঞ্জানিয়ার প্রেসিডেন্ট বেনিয়ামিন মকাপা। জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবের সমর্থকরা নির্বাচনের আগে সহিংসতা চালাচ্ছে— এ অভিযোগে ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়া সম্মেলনে জিম্বাবুয়ের সদস্যপদ স্থগিত করার উদ্যোগ নেয়।

এদিকে ৪ দিনের এই সম্মেলনকে সামনে রেখে অস্ট্রেলিয়ায় নেয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কুলামে ৬ হাজার পুলিশ ও সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে হেলিকপ্টার ও জঙ্গি বিমান সম্মেলন কেন্দ্রের ওপর দিয়ে চক্কর দিতে থাকে।

সম্মেলনকে ঘিরে বড় কোনো গোলযোগ না ঘটলেও উদ্বোধনী দিনে রানী এলিজাবেথ সম্মেলনস্থলে গাড়িতে চড়ে যাবার সময় প্রায় ২০০ লোক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসন নীতির সমালোচনা করে। ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাসবিরোধী ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্বের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়েই কমনওয়েলথ সম্মেলন শেষ হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, নিরপেক্ষভাবে বিশ্ব সন্ত্রাস দমনের এ অঙ্গীকার কতটুকু কার্যকর হয়। বিশ্ব থেকে দারিদ্র মুক্তিতে এ সম্মেলন কি অবদান রাখে। নাকি অতীতের মতো এ সম্মেলনও বিশ্বনেতাদের বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়।

আসাদুর রহমান

সারা দেশে নিষিদ্ধ পলিথিন

সরকার ১ মার্চ থেকে সারা দেশে পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। ইতিপূর্বে রাজধানীতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে পলিথিন ব্যাগ। সরকার ২০ মাইক্রোন ওজনের নিচের পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। অপেক্ষাকৃত পুরু আকারের পলিথিন ব্যাগে আবারও বাজার সয়লাব হতে চলেছে। মার্কেট, দোকান সর্বত্রই মালামাল নিতে পুরু পলিথিন ব্যবহৃত হচ্ছে। মূলত পুরু ও পাতলা সব ধরনের পলিথিনই পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। পলিথিন তৈরি হয় পলিমার বা হাইড্রোকার্বন দিয়ে। এর অণুগুলো এতো শক্তভাবে থাকে যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়াও পলিথিনের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে পলিথিন শত বছর ধরে অক্ষত থাকে। পলিথিন উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত যৌগ ইথিলিন, পলি কার্বনেটও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এতে চর্ম ও ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগ মানবদেহে দেখা দিতে পারে। ফিলিপাইনের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের রিপোর্টে বলা হয়েছে, যখন পলিথিন বা প্লাস্টিক মাটির সংস্পর্শে আসে, তখন মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক ব্যাকটেরিয়াগুলো মরে যায়। ফলে মাটি অনুর্বর হয়। পলিথিনের রিসাইক্লিং ব্যবহারও ক্ষতিকর।

সারা দেশে সরকারের পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত বাস্তবসম্মত। পরিবেশের স্বার্থে আরো আগেই পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করলে পরিবেশের বিপর্যয় অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হতো। তবে শুধু ২০ মাইক্রোনের নিচে নয়, সব ধরনের পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার জন্য প্রয়োজন আইন। পরিবেশ ও বনমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ বলেন, ইতিমধ্যে খসড়া আইন প্রণীত হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা ও আইন অমান্য করে যারা পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন, বাজারজাত ও ব্যবহার করবে তাদের জন্য দন্ডাদেশ ও ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান থাকবে। সরকারের শুধু আইন প্রণয়ন করলেই চলবে না, আইনের সদ্ব্যবহারের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। পলিথিন ব্যাগ রাজধানীতে নিষিদ্ধ করেই সরকার দাবি করেছিল, সহজলভ্য ও সুলভে জনগণের কাছে পাটজাত ব্যাগ পৌঁছে দেয়া হবে। পাট অধিদপ্তর দুই টাকা দামের চটের ব্যাগের নমুনাও জনগণকে দেখিয়েছিল। আজও তা বাজারজাতকরণ হয়নি। অতীতে এ দেশের জনগণ বাজার করতে চটের ব্যাগ ও বাঁশ, বেতের ঝুড়ি ব্যবহার করতো। ব্যবহৃত হতো কাগজের ঠোঙ্গা। আশির দশক থেকে জনগণ পলিথিনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কর্মজীবনে ব্যস্ত হয়ে ওঠা জনগণের কাছে পলিথিন অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। এ কারণে সরকারের অবশ্যই জনগণকে পলিথিনের বিকল্প কিছু তুলে দিতে হবে। দেশের লোকসানি পাটকলগুলো শূন্য এ বাজার পূরণে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। এর ফলে পাট শিল্পকে আবারও চাঙ্গা করা সম্ভব। পলিথিন নিষিদ্ধ করে রাজধানীতে সরকার ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। কারণ রাজধানীর মানুষ পলিথিনের ক্ষতিকর দিক নিয়ে সচেতন ছিল। গ্রামের মানুষকে বাধ্য করা শুধু আইন দিয়ে সম্ভব নয়। সরকারের ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও এনজিওর মাধ্যমে গ্রামে প্রচার চালানো প্রয়োজন। গ্রামের জনসাধারণকে ক্ষতিকর দিক ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানাতে হবে। জানা গেছে, সরকার দেশের ২০টি পলিথিন কারখানার উৎপাদন কাজ অব্যাহত রাখার অনুমোদন দিয়েছে। পলিথিন নিষিদ্ধ হবার পরও কেন কারখানায় উৎপাদন হবে? এ নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সারা দেশের দেড়শ' পলিথিন কারখানার মধ্যে মাত্র বিশটি অনুমোদন পেল কিভাবে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এর জন্যও স্বচ্ছতা প্রয়োজন। তবে পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে সরকারকে অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে। পরিবেশের স্বার্থেই জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

জয়ন্ত আচার্য